গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রুপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭-৯
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সুচকসমুহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	১৫
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	১৬-১৭
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা: ২০২২-২০২৩	১৮
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩	১৯

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক, অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছর সমুহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমুহঃ

বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শসহ বিভিন্ন কাযক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। উক্ত কেন্দ্র হতে ২ টি গবেষণা কাযক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ৩টি গবেষণা কাযক্রম এখনও চলমান। রাজস্ব বাজেট থেকে ১৮০ জনের খামারীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করণের জন্য বিনামূল্যে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সক্ষমতা অনুযায়ী নেপিয়ার ও জার্মান গাসের কাটিং খামারদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রটি ২৬ একর জায়গার উপর প্রতিষ্টিত যার মধ্যে ১০ বিঘা জার্মান ঘাস এবং প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে মৌসুমি ঘাস চাষ করা হয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রে রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২ পযায়) থেকে ৪ টি গরুর শেড এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প হতে ৩ টি ছাগল শেড এবং পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ প্রকল্প হতে ৩ টি মুরগীর শেড নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে অফিস কাম ল্যাবঃ ভবনের ২ তলা এবং ৪ টি শেডের কাজ চলমান আছে। রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় গাভীর জাত উন্নয়নের জন্য পূর্বের মোট আরসিস গরুর সংখ্যা ছিল ১২ টি যার বর্তমানে সংখ্যা ১৭ টি। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়নের জন্য পূর্বের মোট ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের সংখ্যা ছিল ১৩২ টি যার বর্তমানে সংখ্যা ২২২ টি। পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ প্রকল্পের আওতায় দেশি মুরগি (কেমন দেশি, হিলি ও গলা ছিলা) জাত উন্নয়নের জন্য পূর্বের মোট সংখ্যা ছিল ৩৬০ টি যার বর্তমানে সংখ্যা ১০৩০ টি।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমুহঃ

প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবলেব স্বল্পতা, গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সল্পতায় এই আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা কাযক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। এই এলাকায় পর্যাপ্ত ঘাসের অভাবের কারণে প্রান্তিক পর্যায়ে খামারীরা তাদের প্রাণি সঠিক ভাবে লালন পালনে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী প্রাণি ও ঘাসের জাত উন্নয়ন, সংরক্ষ ও সম্প্রসারণ, নিত্য নতুন রোগ সমুহের প্রতিকার কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাযক্রম পরিচালন করাই মুল চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

রুপকল্প ২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ মাত্র অর্জনে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে নিরাপদ দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রে চলমান প্রকল্প সমুহের বাস্তবায়ন করা, দেশিয় সম্পদের ব্যবহার ও দেশিয় আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন প্রাণির জাত উদ্ভাবন করা এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা করে পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণার কাযক্রম পরিচালনা করা অত্র কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনঃ

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০২ টি গবেষণা কাযক্রম বাস্তবায়ন।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ২৫০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ।
- ১৫০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান।
- ২৫ হাজার ঘাসের কাটিং বিতরণ।
- ৬ টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন।
- জার্মপ্লাজমে নতুন একটি ঘাসের জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকলপ ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে-

স্টেশন ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের 22..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ সম্মত হলেন:

সেকশন:১

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: গভবষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন এবং দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য

যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

১.২ অভিলক্ষ্য: প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং জাত উদ্ভাবন খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং ব্যবস্থ্যাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পযায়ে হস্তান্তর, আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি প্রচার করা। এছাড়া প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের ক্ষেত্রেবৈশ্বয়িক জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিঘাত মোকাবেলা পূর্বক নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন নিশ্চিতকরন, প্রাণিজ পন্য ও উৎপাদিত পন্যের মূল্য সংযোজন এবং বৈশ্বয়িক শিল্পায়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রানিজ পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ এবং সরাসরি স্বাবলম্বী ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠন।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:

১) প্রাণিসম্পদের সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কাযক্রম পরিচালনা।
২) প্রাণিসম্পদ/ঘাসের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
৩) প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন।
৫) প্রাথমিক সম্প্রসারণ কাযক্রম।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র:
১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১.৪ কাযাবালি: (আইন/বিধি দ্বারা নির্ধারিত কাযাবলি)

১. প্রাণিসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা, প্রাণিস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা এবং আর্থ-সামাজিক ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা এই ৩ টি ডিসিপ্লিন এর আওতায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ।
২. জাত উন্নয়ন ও গবেষণার নিমিত্ত প্রাণিসম্পদের জাত ও ঘাসের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ।
৩. প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
৪. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারী/উদ্যোক্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. খামারী পযায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির প্রাথমিক সম্প্রসারনের নিমিত্তে পরামর্শ সেবা (প্রাণি পালন/ পোল্ট্রি পালন/প্রাল্ট্রি পালন/প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা/ঘাস চাষ বিষয়ক/প্রাণি রোগের নমুনা পরীক্ষণ/প্রাণি খাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ/ঘাসের কাটিং) প্রদান।